খোঁজ নেবে। রুব্বেলের মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, আমার বাবা ছিল আমার চাঁদ, আমার বাবা আমাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে রাইখা চলে গেছে। এ সময় তার ছেলে রুব্বেলের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। আগের দিন বৃহস্পতিবার রাতে বাবা-মায়ের সাথে শেষ কথা হয় রুব্বেলের। এ সময় রুব্বেলকে সাবধানে থাকতে বলেন তারা।

রুব্বেলের স্ত্রী তামান্না জানান, ঘটনার দিন দুপুর ১২টায় রুব্বেল আমাকে ফোন দিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যে বাইরে যেতে নিষেধ করে। সেটিই ছিল তার সাথে আমার শেষ কথা। বেলা ৩টা ৫২ মিনিটের সময় জানতে পারি রুব্বেলের গায়ে গুলি লেগেছে। তাৎক্ষণিক সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ছুটে যাই; কিন্তু ততক্ষণে আমার স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ সময় কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, আমার স্বামী তো কোনো দোষী না। তাহলে সে কেন মরল। এর দায় কে নেবে? তার ছোট একটা মেয়ে আছে। তাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে গেলাম।

নিহতের ফুপু মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক খাইরুন নাহার লিপি জানান, রুব্বেলের লেখাপড়ায় বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করেছি। ঘটনা শুনে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ছুটে যাই; কিন্তু ততক্ষণে রুব্বেল আর বেঁচে নেই।

শহীদের চাচী তাহমিনা বেগম বলেন, আমি শহীদ আতিকুল ইসলামের চাচী। সে খুব ভালো ও সুদর্শন ছিলো। ও আমাদের সকল পরিবারকে কম বেশী আর্থিক সহযোগিতা করতো। সবার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিলো। তার ১৮ মাসের মেয়েটির জন্য সাহায্য দরকার। আল্লাহ তাকে জান্নাত বাসী করুন। আমীন।
এক নজরে শহীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নাম : মো: আতিকুল ইসলাম

জন্ম : ১২-০৯-১৯৯১

জন্ম স্থান : পটুয়াখালী

পেশা : মার্চেন্টাইজার

পিতা : মো: শাহ আলম হাওলাদার

মাতা : মোছা: মমতাজ বেগম

আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ১৯ জুন ২০২৪, বিকাল ৪টা, মিরপুর ১০

শাহাদাতের তারিখ ও স্থান : ১৯ জুন ২০২৪, সন্ধ্যায়, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: গ্রামার্দন, ইউনিয়ন: পানপাড়া, থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান

২. সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা যেতে পারে